দৈনিক ইনকিলাব

012

তারিখ 05 JUL 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

২০শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

ঢাকাঃ রোববার, ২০ আষাঢ়

গ্রন্থাগার ও পুস্তকের ব্যবহার

মোঃ নান্না মিয়া

গ্রন্থাগার হচ্ছে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের তপস্যাকেন্দ্র। যেখান থেকে তারা আমরণ তপস্যার বিনিময়ে জ্ঞানার্জন করে দেশ ও আপামর জনসাধারণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। এমন একটা জনকল্যাণমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কারো তুলনা করা যায় না। আবার একে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উত্তম কারখানাও বলা যায়। তার কারণ কৃষক-মজুর থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য অক্ষর জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সকাল হতে রাত পর্যন্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখে এই গণমাধ্যমটি। এখানে এসে তারা অক্ষর জ্ঞান শিখে গণসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় জ্ঞানের আলো, দূর করে দেয় অজ্ঞানতার অভিশাপ, মুছে ফেলে দেশ ও জাতির কলংক।

একটি ভাল গ্রন্থাগার সমাজজীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করতে পারে। বর্তমানে গ্রন্থাগার ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই কল্পনা করা যায় না। সমাজে যেমন গ্রন্থাগারের অবদান আছে তেমনি সমাজও গ্রন্থাগার সামগ্রী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই গ্রন্থাগারেই সংরক্ষিত হয়ে আসছে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং মানব সভ্যতার অবদান। এ কথা বাস্তব সত্য যে, গ্রন্থাগার সামগ্রীতে সমাজের প্রতিফলন ঘটে। প্রাচীনকালের গ্রন্থাগার সংগ্রহ দ্বারা আমরা সে কালের অগ্রগতি ও উন্নতি প্রত্যক্ষ করি। তেমনি বর্তমানকালের উন্নতি ও প্রগতি প্রতিফলিত হবে আগামী দিনের গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যই হল সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত দ্রব্যাদির ব্যাপক ব্যবহার সেই গ্রন্থাগারের সাফল্য চিহ্নিত করে।

আর সে কারণেই এখানে রাখা হয় নানা বিষয়ের হাজার রকমের বই, পুস্তক ও জ্ঞান বিষয়ক জিনিসপত্র। তবে, ঐ সকল বই-পুস্তক বা পাঠ্য সামগ্রীগুলো গুদামজাত করলেই গ্রন্থাগারের মান উন্নয়ন হয় না বা গ্রন্থাগারের প্রকৃত রূপ দেয়া যায় না। একটি গ্রন্থাগারে লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তক থাকাও সম্ভব। ঐ সকল বই-পুস্তকের মধ্য হতে পাঠকের প্রয়োজনে একটি পুস্তক খুঁজে পাওয়া বা বের করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। আর সে কারণেই দরকার বই-পুস্তক, বা পাঠ্যসামগ্রীকে সুষ্ঠু ব্যবহার-উপযোগী করে তোলা।

বর্তমান যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ। তাই আধুনিককালের গ্রন্থাগারগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক। একদিকে যেমন দ্রুত শিক্ষা প্রসার ও পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি, অপরদিকে তেমনি মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির ফলে যে হারে নতুন বই বেরুচ্ছে, আধুনিক পদ্ধতি অনুশীলন ব্যতীত যে কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন গ্রন্থাগারের বই-পুস্তক ব্যবহার করা যায় তারই বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

এক্সেশনঃ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংরক্ষণ করার পূর্বেই প্রথমতঃ ১টি শক্ত ও মজবুত বাইণ্ডিং খাতায় সংখ্যাভিত্তিক যেমন—১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমিকসংখ্যা দিয়ে শুরু করে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম ও প্রকাশনার স্থান, সংরক্ষণ, সন, প্রাপ্তি উৎস, মূল্য এবং মন্তব্য ইত্যাদি যথাযথ লিখে রাখতে হয়। এটা গ্রন্থাগারের রেকর্ড খাতা হিসেবে চিহ্নিত। প্রচলিত নিয়মে পূর্বে গ্রন্থাগারে বই-পুস্তকের রেকর্ড হিসেবে একটি খাতায় শুধু ধারাবাহিক বইয়ের নাম ও লেখকের নাম লিখে রাখা হতো। এতে শুধু বইয়ের সংখ্যাই জানা যেতো। কিন্তু বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যেত না। একটি বই হারালে বা নষ্ট হয়ে গেলে তার কোন হদিস মিলানো খুবই কঠিন ছিল। তাই বর্তমান নিয়ম অনুসরণ করা দরকার।

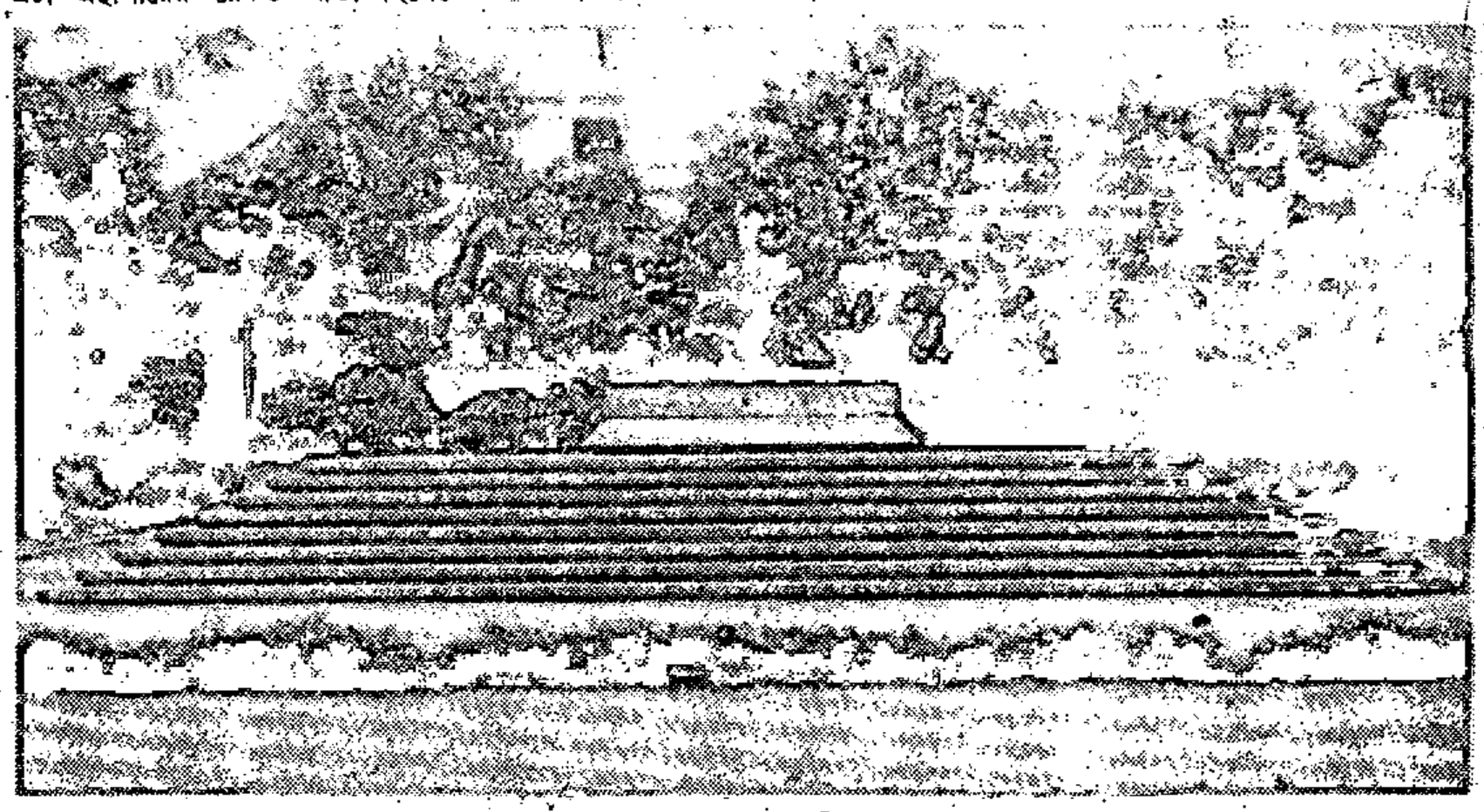

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর

ক্লাসিফিকেশনঃ পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বাস করে এবং শুধু মানুষ বলতে পৃথিবীর সকল মানুষকেই বুঝায়। এর মধ্য হতে নিজেকে খুঁজে পেতে হলে যেমন— নিজের একটি নাম ও ঠিকানার দরকার হয় তেমনি গ্রন্থাগারে শেলফে আড়াআড়িভাবে সারি ভেদে সজ্জিত রাশি রাশি বইয়ের মধ্য হতে নির্দিষ্ট একটি বই পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় একটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত নাম ও ঠিকানার।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধনশীল। গ্রন্থাগারে সঞ্চিত বইয়ের সংখ্যাও কম নয় বরং এক কথায় বলা যেতে পারে অসংখ্য। তাই বিশেষভাবে একটি সংক্ষিপ্ত নাম বা চিহ্ন না দিলে এবং নিয়মমাফিক বই শেলফে সাজিয়ে না রাখলে চাওয়ামাত্র তা পাঠককে দেয়া সম্ভব নয়।

ক্লাসিফিকেশনের আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপে বই সাজানো হতো। যেমন বইয়ের ক্রমিকসংখ্যা অনুযায়ী, বইয়ের আকার বা বাইণ্ডিংয়ের রং দিয়ে, বই প্রকাশনের তারিখ সংখ্যানুক্রমিকভাবে, বইয়ের নাম বর্ণনানুক্রমিকভাবে, লেখকের নাম অনুসারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, উপরে উল্লেখিত কোন পন্থাই বিশেষ সুবিধাজনক নয়। বইয়ের ক্রমিকসংখ্যা, আকার, বাঁধাই, কাগজের রং, তারিখ ইত্যাদি হচ্ছে বাহ্যিক বিবরণ। এগুলো দিয়ে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন কিছুই পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা যায় না। আবার শুধু টাইটেল দিয়েও বিষয়বস্তু অনেক সময় বুঝা যায় না। তাই এ সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা হয়েছে প্রচুর। আবিষ্কার হয়েছে নানাবিধ পদ্ধতি। এর মধ্যে যে পদ্ধতি অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার নাম হচ্ছে ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন।

ক্লাসিফিকেশনের নিয়মঃ প্রথমে বইয়ের বিষয়বস্তু ঠিক করে নিতে হবে। অনেক সময় বইয়ের টাইটেল পৃষ্ঠা দেখে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা যায় না। তখন বইয়ের প্রিফেজ ও কন্টেন্টস পড়ে বিষয়বস্তু ঠিক করে নিতে হবে। এভাবে বইয়ের বিষয়বস্তু নিরূপণ করে সে বিষয়ের বর্গ নম্বর বইতে বসাতে হবে।

ক্যাটালগিংঃ গ্রন্থাগারের বই-পুস্তকের ক্যাটালগ সম্পর্কে বলা যায় যে, "ইট ইজ এ কী অব দি লাইব্রেরী" অর্থাৎ এটা গ্রন্থাগারের চাবিস্বরূপ। আবার এটাকে "ইট ইজ এ মিরর অব দি লাইব্রেরী"ও বলা যায়। অর্থাৎ এটা গ্রন্থাগারের দর্পণস্বরূপ। গ্রন্থাগারে কি বই আছে, কোথায় আছে, কয়টি আছে, তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে এই ক্যাটালগ। তাই প্রত্যেকটি বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাগারের বই পুস্তকের ক্যাটালগ করা একান্ত প্রয়োজন। ক্যাটালগ কার্ড করতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলোর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন— কল নম্বর, অথর, টাইটেল, এডিসন, ইমপ্রিন্ট, কলেশন, সিরিজ নোট এবং ট্রেসিং ইত্যাদি।

কল নম্বরঃ কল নম্বর অর্থ ডাক সংখ্যা। এটা তৈরির নিয়ম হল বইয়ের বিষয়বস্তুর বর্গ নম্বরের সাথে লেখকের নামের প্রথম ২টি অক্ষর এবং বইয়ের নামের প্রথম অক্ষরটি পাশাপাশি বসাতে হবে। একটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিশেষ নামের পরিচিতির চিহ্ন অবলোকনের জন্য এই ডাক সংখ্যাটি বইয়ের টাইটেল পৃষ্ঠার অপর পার্শ্বে বাম দিকে যে কোন ফাঁকা স্থানে বসানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা অল্প সময়ে অধিক বইয়ের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় একটি বই খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

স্পাইনিংঃ বইয়ের কল নম্বর বা ডাক সংখ্যা একটি সাদা কাগজের গোল টুকরোয় লিখে বইয়ের শিরায় বা পিঠে নিচ থেকে এক ইঞ্চি উপরে আঠা দিয়ে লাগানো হয়ে থাকে। স্পাইনিং করার ফলে শেলফে বই সাজানো যেমন সহজ হয় তেমনি নির্ভুলভাবে একটি বই চট করে বের করা যায়।

শেলফিংঃ লক্ষ লক্ষ বই শুধু গাদি করে সারি বেঁধে শেলফে উঠলেই বই প্রকৃত শেলফিং করা হয় না। এতে দরকারী বই পাঠ কক্ষে অল্প সময়ে সরবরাহ করাও যায় না। বরঞ্চ একটা বই খুঁজে বের করতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় অপচয় হয় মাত্র। তাই প্রকৃত শেলফিং করতে হলে কল নম্বর বা ডাক সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানেই বইখানা রাখতে হবে। এতে বই যেমনি যত্নে থাকবে তেমনি বই-এর ব্যবহারও হবে অধিক।

সর্বশেষ বলা যায় যে, গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা শিক্ষা প্রসারে সহায়তা করেছে এবং জ্ঞানের তৃষ্ণাকে বৃদ্ধি করেছে। সমাজ তাই গ্রন্থাগারকে আখ্যায়িত করে থাকে শিক্ষা, তথ্য, গবেষণা এবং বিনোদনের উত্তম মাধ্যম হিসেবে 'বি-কোন'-এর ভাষায় 'রিডিং মেক্স এ ফুল ম্যান'। তাই গ্রন্থাগার আমাদের সমাজের অঙ্গ, সকল জ্ঞানের উৎস এবং ভাণ্ডার। সেহেতু প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের সঠিক পরিচালনা এবং বই-পুস্তক বা পাঠ্যসামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহার সকল গ্রন্থাগার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মূল লক্ষ্য হতে হবে।